ত্র্যশীতিতম অধ্যায়

দ্রৌপদী কৃষ্ণমহিষীদের সঙ্গে মিলিত হলেন

এই অধ্যায়ে দ্রৌপদীর সঙ্গে ভগবান কৃষ্ণের প্রধানা মহিষীদের কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে, যেখানে তাঁরা প্রত্যেকে বর্ণনা করেছেন, কিভাবে ভগবান তাঁকে বিবাহ করলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ফিরে এলেন এবং রাজা যুধিষ্ঠির ও তাঁর অন্যান্য আত্মীয়বর্গকে তাঁদের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁরা উত্তর প্রদান করলেন, "হে প্রভু, যে একবার মাত্র তার কান দিয়ে আপনার লীলামাধুরী পান করে, সে কখনও দুর্ভাগ্য কি তা জানতে পারে না।"

তারপর দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণের মহিষীদের কাছে জানতে চাইলেন, ভগবান কিভাবে তাঁদের বিবাহ করতে আগমন করেছিলেন। রাণী রুক্মিণী প্রথমে বললেন— "জরাসন্ধ প্রমুখ বহু রাজারা শিশুপালের সঙ্গে আমার বিবাহ দিতে চেয়েছিল। তাই আমার বিবাহের দিন তারা সকলে হাতে ধনুক নিয়ে দণ্ডায়মান হয়ে যে কোন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে শিশুপালকে সহায়তা করতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আগমন করলেন এবং বলপূর্বক আমাকে হরণ করলেন, ঠিক যেমন একটি সিংহ ছাগল ও ভেড়াদের মধ্য থেকে তার শিকার গ্রহণ করে।"

রাণী সত্যভামা বললেন, "আমার পিতৃব্য প্রসেন নিহত হলে পর আমার পিতা সত্রাজিৎ শ্রীকৃষ্ণকে হত্যার মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল। তাই তার নামকে কলঙ্কমুক্ত করতে কৃষ্ণ জাম্ববানকে পরাজিত করে স্যমন্তক মণি উদ্ধার করলেন এবং তা আমার পিতাকে ফিরিয়ে দিলেন। অনুতপ্ত আমার পিতা স্যমন্তক মণি সহ আমায় ভগবানকে প্রদান করলেন।"

রাণী জাম্ববতী বললেন, "শ্রীকৃষ্ণ যখন আমার পিতার গুহায় স্যমন্তক মণির সন্ধানে প্রবেশ করেছিলেন প্রথমে আমার পিতা জাম্ববান বুঝতে পারেননি যে তিনি কে ছিলেন। তাই আমার পিতা সাতাশ দিন রাত্রি যাবৎ তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। অবশেষে জাম্ববান হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে কৃষ্ণ তাঁর আরাধ্য ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ছাড়া আর কেউ নন। তাই তিনি কৃষ্ণকে স্যমন্তক মণির সঙ্গে আমায় প্রদান করলেন।"

রাণী কালিন্দী বললেন, "কৃষ্ণকে আমার পতি রূপে লাভ করার জন্য আমি কঠোর তপশ্চর্যা পালন করেছিলাম। তারপর একদিন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সঙ্গে আমার কাছে আগমন করলেন এবং সেই সময় ভগবান আমায় বিবাহ করতে সম্মত হলেন।"

রাণী মিত্রবিন্দা বললেন, "শ্রীকৃষ্ণ আমার স্বয়ম্বর সভায় এসেছিলেন, সেখানে তিনি সকল প্রতিপক্ষের রাজাদের পরাজিত করে আমাকে হরণ করে তাঁর দ্বারকা নগরীতে নিয়ে এলেন।"

রাণী সত্যা বললেন, "আমার পিতা শর্ত প্রদান করেছিলেন যে, আমার পাণি গ্রহণ করার জন্য সম্ভাব্য পাণিপ্রার্থীকে সাতটি শক্তিশালী ষাঁড়কে বন্ধন করতে এবং দমন করতে হবে। এই আহ্বান স্বীকার করে শ্রীকৃষ্ণ খেলাচ্ছলে তাদের দমন করলেন, তাঁর সকল প্রতিপক্ষীয় প্রার্থীদের পরাজিত করলেন এবং আমায় বিবাহ করলেন।"

রাণী ভদ্রা বললেন, "আমার পিতা তার ভাগীনেয় কৃষ্ণকে, যাঁকে আমি ইতিমধ্যেই আমার হৃদয় সমর্পণ করেছিলাম, আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং তাঁর বধূরূপে আমাকে তাঁর কাছে সমর্পণ করলেন। এক অক্ষৌহিণী সেনা এবং আমার একদল সখীদের পণ রূপে প্রদান করলেন।"

রাণী লক্ষ্মণা দ্রৌপদীকে বললেন "আপনার মতো আমার স্বয়ম্বরেও ঘরের ভিতরের দিকে ছাদের গায়ে একটি মাছকে আটকে লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছিল। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে সবদিক থেকে মাছটিকে গোপন রাখা হয়েছিল, কেবল নীচে একটি পাত্রের জলের মধ্যে তার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। বেশ কয়েকজন রাজারা তীর দ্বারা মাছটিকে বিদ্ধ করতে চেষ্টা করল কিন্তু ব্যর্থ হল। অতঃপর অর্জুন চেষ্টা করলেন। তিনি জলে মাছের প্রতিফলনে মনঃসংযোগ করলেন এবং যত্ন সহকারে লক্ষ্য স্থির করলেন, কিন্তু যখন তিনি তীরটি নিক্ষেপ করলেন তা কেবল লক্ষ্যকে আলতোভাবে স্পর্শ করল মাত্র। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ ধনুকে তীর সংযোগ করলেন এবং তা সোজাসুজি লক্ষ্যে আঘাত করে তাকে ভূপতিত করল। আমি কৃষ্ণের গলায় বিজয় মাল্য পরালাম কিন্তু ব্যর্থ রাজারা প্রচণ্ড প্রতিবাদ করল। শ্রীকৃষ্ণ ভয়ঙ্করভাবে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের অনেকের শির, বাহু ও পদ ছেদন করলেন এবং অবশিষ্ট রাজারা তাদের প্রাণভয়ে পলায়ণ করল। তখন ভগবান আমাদের জাঁকজমকপূর্ণ বিবাহের জন্য আমাকে দ্বারকায় নিয়ে এলেন।"

রোহিণীদেবী অন্যান্য সকল রাণীদের প্রতিনিধিরূপে বর্ণনা করলেন যে, তাঁরা ছিলেন ভৌমাসুর দ্বারা পরাজিত রাজাদের কন্যা। সেই দানব তাঁদের বন্দী করে রেখেছিল, কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ যখন তাকে বধ করলেন, তিনি তাঁদের মুক্ত করে দিলেন ও তাঁদের সকলকে বিবাহ করলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

তথানুগৃহ্য ভগবান্ গোপীনাং স গুরুর্গতিঃ ।
যুধিষ্ঠিরমথাপৃচ্ছৎ সর্বাংশ্চ সুহৃদোঽব্যয়ম্ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **তথা**—এইভাবে; **অনুগৃহ্য**—অনুগ্রহ প্রদর্শন করে; **ভগবান্**—ভগবান; **গোপীনাম্**—গোপীদের; **সঃ**—তিনি; **গুরুঃ**—গুরুদেব; **গতিঃ**—এবং গতি; **যুধিষ্ঠিরম্**—যুধিষ্ঠিরের কাছে; **অথ**—তারপর; **অপৃচ্ছৎ**—তিনি জিজ্ঞাসা করলেন; **সর্বান্**—সকল; **চ**—এবং; **সুহৃদঃ**—তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়বর্গ; **অব্যয়ম্**—কুশল।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে গোপীদের গুরুদেব ও তাদের জীবনের গতি ভগবান কৃষ্ণ তাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছিলেন। তারপর তিনি যুধিষ্ঠির ও তাঁর সকল আত্মীয়বর্গের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং তাদের কাছে তাদের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন।

তাৎপর্য

গুরুঃ গতিঃ শব্দ দুটি এখানে তাদের স্বাভাবিক অর্থে অনূদিত হয়েছে, অর্থাৎ "গুরুদেব এবং গতি"। কিন্তু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর একটি অতিরিক্ত অর্থ উল্লেখ করেছেন, সেটি হল—শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সাধারণভাবে সকল সাধুদের গতি, বিশেষভাবে গোপীদের জন্য তিনি হচ্ছেন সেই গতি যা হচ্ছে গুরু অর্থাৎ "সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ" এই অর্থে যে অন্য সকল সম্ভাব্য গতির গুরুত্বকে তা সম্পূর্ণরূপে ছাপিয়ে যায়।

শ্লোক ২

ত এবং লোকনাথেন পরিপৃষ্টাঃ সুসৎকৃতাঃ ।
প্রত্যূচুর্হৃষ্টমনসস্তৎপাদেক্ষাহতাংহসঃ ॥ ২ ॥

তে—তারা (যুধিষ্ঠির এবং শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য আত্মীয়বর্গ); **এবম্**—এইভাবে; **লোক**—জগতের; **নাথেন**—ঈশ্বর দ্বারা; **পরিপৃষ্টাঃ**—জিজ্ঞাসিত; **সু**—অত্যন্ত; **সৎ-কৃতাঃ**—সম্মানিত; **প্রত্যূচুঃ**—প্রত্যুত্তর করলেন; **হৃষ্ট**—আনন্দিত; **মনসঃ**—মনে; **তৎ**—তাঁর; **পাদ**—পাদদ্বয়; **ঈক্ষা**—দর্শন দ্বারা; **হত**—বিনষ্ট; **অংহসঃ**—যার পাপসমূহ।

অনুবাদ

অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করে রাজা যুধিষ্ঠির ও অন্যান্যরা জগদীশ্বরের পাদদ্বয় দর্শনের দ্বারা সকল পাপ কর্মফল মুক্ত হয়ে আনন্দিতভাবে তাঁর প্রশ্নসমূহের উত্তর প্রদান করলেন।

শ্লোক ৩

কুতোঽশিবং ত্বচ্চরণাম্বুজাসবং
মহন্মনস্তো মুখনিঃসৃতং ক্বচিৎ ।
পিবন্তি যে কর্ণপুটৈরলং প্রভো
দেহং ভৃতাং দেহকৃদস্মৃতিচ্ছিদম্ ॥ ৩ ॥

কুতঃ—কোথা থেকে; **অশিবম্**—অমঙ্গল; **ত্বৎ**—আপনার; **চরণ**—চরণদ্বয়ের; **অম্বুজ**—পদ্মসদৃশ; **আসবম্**—মধু; **মহৎ**—মহাত্মাদের; **মনস্তঃ**—হৃদয় থেকে; **মুখ**—তাদের মুখ দ্বারা; **নিঃসৃতম্**—নিঃসৃত; **ক্বচিৎ**—যে কোন সময়; **পিবন্তি**—পান করে; **যে**—যে; **কর্ণ**—তাদের কর্ণদ্বয়ের; **পুটৈঃ**—পানপাত্র দ্বারা; **অলম্**—তাদের যত ইচ্ছা; **প্রভো**—হে প্রভু; **দেহম্**—জড় দেহ; **ভৃতাম্**—অধিকারীর; **দেহ**—দেহের; **কৃৎ**—স্রষ্টা সম্বন্ধে; **অস্মৃতি**—বিস্মৃতির; **ছিদম্**—সমূলে উৎপাটনকারী।

অনুবাদ

(ভগবান কৃষ্ণের আত্মীয়রা বললেন—) হে প্রভু, যিনি একবারও আপনার চরণপদ্ম থেকে নির্গত মধু পান করেছেন তার কি করে দুর্ভাগ্যের উদয় হতে পারে? মহান ভক্তদের হৃদয় থেকে প্রবাহিত হয়ে তাঁদের মুখ নিঃসৃত এই মধু তাঁদের কর্ণপুটে বর্ষিত হয়। দেহীর দেহগত অস্তিত্বের স্রষ্টার বিস্মরণকে তা বিনষ্ট করে।

শ্লোক ৪

হি ত্বাত্মধামবিধুতাত্মকৃতত্র্যবস্থাম্
আনন্দসংপ্লবমখণ্ডমকুণ্ঠবোধম্ ।
কালোপসৃষ্টনিগমাবন আত্তযোগ-
মায়াকৃতিং পরমহংসগতিং নতাঃ স্ম ॥ ৪ ॥

হি—বস্তুত; **ত্বা**—আপনার; **আত্ম**—আপনার নিজ রূপের; **ধাম**—দীপ্তি দ্বারা; **বিধুত**—দূরীভূত; **আত্ম**—জড় চেতনা দ্বারা; **কৃত**—সৃষ্ট; **ত্রি**—তিন; **অবস্থাম্**—জড় অবস্থাসমূহ; **আনন্দ**—আনন্দে; **সংপ্লবম্**—(যার মধ্যে) সামগ্রিক নিমজ্জন; **অখণ্ডম্**—

অসীম; **অকুণ্ঠ**—অবারিত; **বোধম্**—যার জ্ঞান; **কাল**—কালের প্রভাবে; **উপসৃষ্ট**—ভীত; **নিগম**—বেদসমূহের; **অবনে**—রক্ষার জন্য; **আত্ত**—ধারণ করেছেন; **যোগমায়া**—আপনার মায়ার দিব্য শক্তি দ্বারা; **আকৃতিম্**—এই রূপ; **পরমহংস**—শুদ্ধ সত্ত্বগণের; **গতিম্**—গতি; **নতাঃ স্ম**—(আমরা) প্রণাম নিবেদন করছি।

অনুবাদ

আপনার নিজ স্বরূপের আনন্দ-দীপ্তি জড় চেতনার ত্রিবিধ প্রভাব দূরীভূত করে এবং আপনার কৃপায় আমরা পূর্ণ আনন্দে নিমজ্জিত হই। আপনার জ্ঞান অবিভাজ্য ও অবারিত। কালের প্রভাবে ভীত বেদসমূহকে রক্ষার জন্য আপনার যোগমায়া শক্তি দ্বারা আপনি এই মনুষ্যরূপ গ্রহণ করেছেন। হে শুদ্ধ সত্ত্বগণের পরম গতি, আমরা আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি।

তাৎপর্য

কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর রূপ থেকে নির্গত জ্যোতির্ময় আলো দ্বারা বুদ্ধিমত্তার সকল জড় কলুষ বিশুদ্ধ হয়, আর এইভাবে আত্মার সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ জনিত বিভিন্ন বন্ধনসমূহ দূরীভূত হয়। ভগবানের আত্মীয়বর্গ ইঙ্গিত করলেন "তাহলে কিভাবে আমরা চির-দুর্ভাগ্য ভোগ করতে পারি? আমরা সর্বদা পরম আনন্দে নিমজ্জিত।" তাদের কুশল বিষয়ে ভগবানের জিজ্ঞাসার এই হচ্ছে তাদের উত্তর।

শ্লোক ৫

শ্রীঋষিরুবাচ

ইত্যুত্তমঃশ্লোকশিখামণিং জনেষু
অভিষ্টুবৎস্বন্ধককৌরবস্ত্রিয়ঃ ।
সমেত্য গোবিন্দকথা মিথোঽগৃণং-
স্ত্রিলোকগীতাঃ শৃণু বর্ণয়ামি তে ॥ ৫ ॥

শ্রী-ঋষিঃ উবাচ—মহান ঋষি, শুকদেব বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **উত্তমঃশ্লোক**—উত্তম-শ্লোক; **শিখা-মণিম্**—চূড়ামণি (শ্রীকৃষ্ণ); **জনেষু**—তাঁর ভক্তবৃন্দ; **অভিষ্টুবৎসু**—তাঁরা যখন স্তুতি করছিলেন; **অন্ধক-কৌরব**—অন্ধক ও কৌরব বংশের; **স্ত্রিয়ঃ**—রমণীরা; **সমেত্য**—মিলিত হয়ে; **গোবিন্দ-কথাঃ**—ভগবান গোবিন্দ বিষয়ক কথা; **মিথঃ**—একে অপরের সঙ্গে; **অগৃণন্**—বললেন; **ত্রি**—তিন; **লোক**—জগতের; **গীতাঃ**—গীত; **শৃণু**—শ্রবণ করুন; **বর্ণয়ামি**—আমি বর্ণনা করব; **তে**—আপনাকে (পরীক্ষিৎ মহারাজ)।

অনুবাদ

মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী বললেন—যুধিষ্ঠির ও অন্যান্যরা এইভাবে উত্তমশ্লোক-চূড়ামণি ভগবান কৃষ্ণের স্তুতি করতে থাকলে অন্ধক ও কৌরব বংশের রমণীরা পরস্পর মিলিত হয়ে গোবিন্দ বিষয়ক ত্রিলোক কীর্তিত কথা আলোচনা করতে শুরু করলেন। সেই সকল কথা আমি আপনাকে বর্ণনা করছি, দয়া করে শ্রবণ করুন।

শ্লোক ৬-৭

শ্রীদ্রৌপদ্যুবাচ

হে বৈদর্ভ্যচ্যুতো ভদ্রে হে জাম্ববতি কৌশলে ।
হে সত্যভামে কালিন্দি শৈব্যে রোহিণি লক্ষ্মণে ॥ ৬ ॥
হে কৃষ্ণপত্ন্য এতন্নো ব্রূতে বো ভগবান্ স্বয়ম্ ।
উপযেমে যথা লোকমনুকুর্বন্ স্বমায়য়া ॥ ৭ ॥

শ্রীদ্রৌপদী উবাচ—শ্রীদ্রৌপদী বললেন; **হে বৈদর্ভি**—হে বিদর্ভের কন্যা (রুক্মিণী); **অচ্যুতঃ**—ভগবান কৃষ্ণ; **ভদ্রে**—হে ভদ্রা; **হে জাম্ববতি**—হে জাম্ববানের কন্যা; **কৌশলে**—হে নাগ্নজিতি; **হে সত্যভামে**—হে সত্যভামা; **কালিন্দি**—হে কালিন্দী; **শৈব্যে**—হে মিত্রবিন্দা; **রোহিণী**—হে রোহিণী (নরকাসুরকে হত্যার পর বিবাহিত ষোল সহস্র রাণীদের একজন); **লক্ষ্মণে**—হে লক্ষ্মণা; **হে কৃষ্ণপত্ন্যঃ**—হে কৃষ্ণের (অন্যান্য) পত্নীরা; **এতৎ**—এই; **নঃ**—আমাদের; **ব্রূতে**—বলুন; **বঃ**—আপনারা; **ভগবান্**—ভগবান; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **উপযেমে**—বিবাহ করেছিলেন; **যথা**—যেভাবে; **লোকম্**—সাধারণ সমাজকে; **অনুকুর্বন্**—অনুকরণ করে; **স্ব-মায়য়া**—তাঁর আপন যোগ শক্তি দ্বারা।

অনুবাদ

শ্রীদ্রৌপদী বললেন—হে বৈদর্ভী, ভদ্রা ও জাম্ববতী, হে কৌশলা, সত্যভামা ও কালিন্দী, হে শৈব্যা, রোহিণী, লক্ষ্মণা ও শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য মহিষীরা, কিভাবে ভগবান অচ্যুত তাঁর যোগশক্তি দ্বারা এই জগতের পন্থা অনুকরণ করে আপনাদের প্রত্যেককে বিবাহ করতে আগমন করেছিলেন, দয়া করে আমাকে তা বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

এখানে দ্রৌপদী যাকে রোহিণী বলে সম্বোধন করেছেন তিনি শ্রীবলরামের মাতা রোহিণী নন, ভৌমাসুরের কারাগার থেকে উদ্ধার করা ষোল হাজার রাজকন্যার অন্যতমা, ইনি আরেক রোহিণী। সকল ষোল সহস্র মহিষীর প্রতিনিধি ও নীতিগতভাবে শ্রীকৃষ্ণের আটজন প্রধানা মহিষীর সমান রূপে দ্রৌপদী তাঁকে সম্বোধন করেছিলেন।

শ্লোক ৮

শ্রীরুক্মিণ্যুবাচ

চৈদ্যায় মার্পয়িতুমুদ্যতকার্মুকেষু
রাজস্বজেয়ভটশেখরিতাঙ্ঘ্ররেণুঃ ।
নিন্যে মৃগেন্দ্র ইব ভাগমজাবিযুথাৎ
তচ্ছ্রীনিকেতচরণোঽস্তু মমার্চনায় ॥ ৮ ॥

শ্রী-রুক্মিণী উবাচ—শ্রীরুক্মিণী বললেন; **চৈদ্যায়**—শিশুপালের কাছে; **মা**—আমাকে; **অর্পয়িতুম্**—অর্পণ করার জন্য; **উদ্যত**—ধারণপূর্বক প্রস্তুত; **কার্মুকেষু**—ধনুকসমূহ; **রাজসু**—রাজারা যখন; **অজেয়**—অজেয়; **ভট্**—সৈন্যদের; **শেখরিত**—শিরে স্থাপন করে; **অঙ্ঘ্রি**—যার পাদদ্বয়ের; **রেণুঃ**—ধূলি; **নিন্যে**—তিনি হরণ করেছিলেন; **মৃগেন্দ্রঃ**—একটি সিংহ; **ইব**—যেন; **ভাগম্**—তার ভাগ; **অজ**—ছাগলের; **অবি**—এবং ভেড়া; **যুথাৎ**—একটি দল থেকে; **তৎ**—তাঁর; **শ্রী**—লক্ষ্মীদেবীর; **নিকেত**—নিবাস; **চরণঃ**—পাদদ্বয়; **অস্তু**—হোক; **মম**—আমার; **অর্চনায়**—আরাধ্য।

অনুবাদ

শ্রীরুক্মিণী বললেন—শিশুপালের কাছে অর্পিত হব তা নিশ্চিত করার জন্য সকল রাজারা যখন তাদের ধনুক ধারণ করে প্রস্তুত হল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যাঁর পদদ্বয়ের ধূলি অপরাজিত যোদ্ধারাও তাদের মস্তকে ধারণ করে, তিনি ঠিক যেভাবে একটি সিংহ বলপূর্বক ছাগল ও ভেড়াদের মধ্য থেকে তার ভাগ গ্রহণ করে, ঠিক সেভাবে তাদের মধ্য থেকে আমাকে হরণ করলেন। আমি যেন সকল সময় শ্রীনিবাসের সেই চরণদ্বয় পূজা করার অনুমোদন প্রাপ্ত হই।

তাৎপর্য

ভগবান কৃষ্ণের রুক্মিণী হরণ লীলা *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধের ৫২তম অধ্যায় থেকে ৫৪তম অধ্যায় পর্যন্ত বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৯

শ্রীসত্যভামোবাচ

যো মে সনাভিবধতপ্তহৃদা ততেন
লিপ্তাভিশাপমপমার্ষ্টুমুপাজহার ।
জিত্বর্ক্ষরাজমথ রত্নমদাৎ সতেন
ভীতঃ পিতাদিশত মাং প্রভবেঽপি দত্তাম্ ॥ ৯ ॥

শ্রী-সত্যভামা উবাচ—শ্রীসত্যভামা বললেন; **যঃ**—যে; **মে**—আমার; **সনাভি**—ভ্রাতার; **বধ**—বধ দ্বারা; **তপ্ত**—পীড়িত; **হৃদা**—যার হৃদয়; **ততেন**—আমার পিতা দ্বারা; **লিপ্ত**—কলঙ্কিত; **অভিশাপম্**—দোষারোপ দ্বারা; **অপমার্ষ্টুম্**—মোচনের জন্য; **উপাজহার**—তিনি দূর করলেন; **জিত্বা**—পরাজিত করার পর; **ঋক্ষ-রাজম্**—ভল্লুকরাজ জাম্ববান; **অথ**—অতঃপর; **রত্নম্**—মণিটি (স্যমন্তক); **আদাৎ**—প্রদান করলেন; **সঃ**—তিনি; **তেন**—এই কারণে; **ভীতঃ**—ভীত; **পিতা**—আমার পিতা; **আদিশত**—নিবেদন করলেন; **মাম্**—আমাকে; **প্রভবে**—ভগবানকে; **অপি**—যদিও; **দত্তাম্**—ইতিমধ্যে প্রদত্ত।

অনুবাদ

শ্রীসত্যভামা বললেন—সিংহের দ্বারা বনমধ্যে আমার পিতৃব্য নিহত হলে ভ্রাতৃবধহেতু পীড়িত হৃদয় আমার পিতা সেই হত্যার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে দায়ী করেছিলেন। ভগবান তাঁর সেই কলঙ্ক মোচনের জন্য ভল্লুকরাজকে পরাজিত করে স্যমন্তক মণিটি ফিরিয়ে আনলেন, যা অতঃপর তিনি আমার পিতাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তার অপরাধের ফলাফলের জন্য ভীত হয়ে আমার পিতা আমাকে ভগবানের কাছে নিবেদন করলেন, যদিও আমি ইতিমধ্যে অন্যান্যদের নিকট প্রতিশ্রুত ছিলাম।

তাৎপর্য

এই স্কন্ধের ষট্‌পঞ্চাশ (৫৬) অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাজা সত্রাজিৎ ইতিমধ্যে তাঁর কন্যার বিবাহ প্রথমে অক্রূর ও পরে পুনরায় অন্যান্য আরো পাণিপ্রার্থীদের সঙ্গে প্রদানের প্রতিশ্রুতি দ্বারা নিজেকে বিপদগ্রস্ত করেছিলেন। কিন্তু সামন্তকমণির প্রত্যাবর্তনের পর তিনি লজ্জা অনুভব করে পরিবর্তে তাঁর কন্যাকে ভগবান কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে নিবেদন করলেন। শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে *প্রভবে* ("ভগবানের প্রতি") শব্দটি অন্যের প্রতি ইতিমধ্যে প্রতিশ্রুত এক বধূকে কৃষ্ণকে নিবেদন করার উপযুক্ততা বিষয়ে সন্দেহের উত্তর প্রদান করে। কারো নিজস্ব সমস্ত কিছুই ভগবানকে নিবেদন করা সম্পূর্ণরূপে যথাযথ এবং তাঁকে কোনকিছু দিতে না চাওয়াটি অযথার্থ।

শ্লোক ১০

শ্রীজাম্ববত্যুবাচ

প্রাজ্ঞায় দেহকৃদমুং নিজনাথদৈবং
সীতাপতিং ত্রিণবহান্যমুনাভ্যযুধ্যৎ ।
জ্ঞাত্বা পরীক্ষিত উপাহরদর্হণং মাং
পাদৌ প্রগৃহ্য মণিনাহমমুষ্য দাসী ॥ ১০ ॥

শ্রী-জাম্ববতী উবাচ—শ্রীজাম্ববতী বললেন; **প্রাজ্ঞায়**—জানতে না পেরে; **দেহ**—আমার দেহের; **কৃৎ**—নির্মাতা (আমার পিতা); **অমুম্**—তাঁর; **নিজ**—তার নিজ; **নাথ**—প্রভু রূপে; **দৈবম্**—এবং আরাধ্য বিগ্রহ; **সীতা**—সীতাদেবীর; **পতিম্**—পতি; **ত্রি**—তিন; **নব**—নয়গুণ; **অহানি**—দিনের জন্য; **অমুনা**—তাঁর সঙ্গে; **অভ্যযুধ্যৎ**—তিনি যুদ্ধ করলেন; **জ্ঞাত্বা**—হৃদয়ঙ্গম করে; **পরীক্ষিতঃ**—পরীক্ষা দ্বারা; **উপাহরৎ**—তিনি উপহার প্রদান করলেন; **অর্হণম্**—শ্রদ্ধার্ঘ রূপে; **মাম্**—আমাকে; **পাদৌ**—তাঁর পাদদ্বয়; **প্রগৃহ্য**—ধারণ করে; **মণিনা**—মণি সহ; **অহম্**—আমি; **অমুষ্য**—তাঁর; **দাসী**—দাসী।

অনুবাদ

শ্রীজাম্ববতী বললেন—শ্রীকৃষ্ণ যে তার নিজ প্রভু ও আরাধ্য বিগ্রহ সীতাপতি ছাড়া আর কেউ নন, তা জানতে না পেরে আমার পিতা তাঁর সঙ্গে সাতাশ দিন যাবৎ যুদ্ধ করেছিলেন। অবশেষে তিনি তাঁর সম্বিৎ লাভ করলেন এবং ভগবানকে চিনতে পারলেন। তিনি তাঁর পাদদ্বয় জড়িয়ে ধরলেন এবং স্যমন্তক মণিসহ আমাকে তাঁর শ্রদ্ধার প্রতীক রূপে তাঁকে উপহার প্রদান করলেন। আমি ভগবানের দাসী মাত্র।

তাৎপর্য

বহু সহস্র বৎসর পূর্বে জাম্ববান ছিলেন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সেবক। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে, জাম্ববতীর কাহিনী শ্রবণ করে উপস্থিত রমণীরা তাকে সেই মেয়ে বলে চিনতে পারলেন যাকে জাম্ববান একবার ভগবান শ্রীরামের পত্নী হওয়ার জন্য তাঁকে নিবেদন করেছিলেন। যেহেতু ভগবান রাম কেবলমাত্র একজন পত্নী গ্রহণের সংকল্প করেছিলেন, তখন তিনি তাকে গ্রহণ করতে পারেন নি, কিন্তু গ্রহণ করলেন, যখন তিনি দ্বাপর যুগে কৃষ্ণ রূপে ফিরে এলেন। অন্যান্য রাণীরা এইজন্য জাম্ববতীকে সম্মান প্রদান করতে চাইতেন, কিন্তু তিনি বিনীতভাবে উত্তর প্রদান করতেন, "আমি ভগবানের দাসী মাত্র"।

কিভাবে জাম্ববতী ও সত্যভামা ভগবান কৃষ্ণের পত্নী হয়েছিলেন দশম স্কন্ধের ষট্‌পঞ্চাশ (৫৬) অধ্যায়ে তা বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১১

শ্রীকালিন্দ্যুবাচ

তপশ্চরন্তীমাজ্ঞায় স্বপাদস্পর্শনাশয়া ।
সখ্যোপেত্যাগ্রহীৎ পাণিং যোঽহং তদ্‌গৃহমার্জনী ॥ ১১ ॥

শ্রী-কালিন্দী উবাচ—শ্রীকালিন্দী বললেন; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **চরন্তীম্**—পালন করছি; **আজ্ঞায়**—অবগত হয়ে; **স্ব**—তাঁর; **পাদ**—পাদদ্বয়ের; **স্পর্শন**—স্পর্শের জন্য; **আসয়া**—আকাঙ্ক্ষায়; **সখ্যা**—তাঁর সখার (অর্জুন) সঙ্গে একত্রে; **উপেত্য**—আগমন পূর্বক; **অগ্রহীৎ**—গ্রহণ করলেন; **পাণিম্**—আমার হস্ত; **যঃ**—যে; **অহম্**—আমি; **তৎ**—তাঁর; **গৃহ**—গৃহের; **মার্জনী**—মার্জনকারিণী।

অনুবাদ

শ্রীকালিন্দী বললেন—ভগবান জানতেন, একদিন তাঁর পাদপদ্ম স্পর্শ করব এই আশায় আমি কঠোর তপশ্চর্যা পালন করছিলাম। তাই তিনি তাঁর সখা অর্জুনের সঙ্গে আমার কাছে আগমন করে আমার পাণিগ্রহণ করলেন। এখন আমি তাঁর প্রাসাদে একজন মার্জনকারিণী রূপে যুক্ত রয়েছি।

শ্লোক ১২

শ্রীমিত্রবিন্দোবাচ

যো মাং স্বয়ম্বর উপেত্য বিজিত্য ভূপান্
নিন্যে শ্বযূথগমিবাত্মবলিং দ্বিপারিঃ ।
ভ্রাতৃংশ্চ মেঽপকুরুতঃ স্বপুরং শ্রিয়ৌকস্
তস্যাস্তু মেঽনুভবমঙ্ঘ্যবনেজনত্বম্ ॥ ১২ ॥

শ্রী-মিত্রবৃন্দা উবাচ—শ্রীমিত্রবিন্দা বললেন; **যঃ**—যে; **মাম্**—আমাকে; **স্বয়ং-বরে**—আমার স্বয়ম্বরের সময়; **উপেত্য**—উপস্থিত হয়ে; **বিজিত্য**—পরাজিত করার পর; **ভূ-পান্**—রাজাদের; **নিন্যে**—গ্রহণ করেছিলেন; **শ্ব**—কুকুরের; **যূথ**—এক দলের মধ্যে; **গম্**—গমন করে; **ইব**—যেন; **আত্ম**—নিজ; **বলীম্**—অংশ; **দ্বিপ-অরিঃ**—একটি সিংহ ("হাতীর শত্রু"); **ভ্রাতৃণ্**—ভ্রাতাদের; **চ**—এবং; **মে**—আমার; **অপকুরুতঃ**—তাঁকে অপমানকারী; **স্ব**—তাঁর; **পুরম্**—রাজধানী; **শ্রী**—লক্ষ্মীদেবীর; **ঔকঃ**—নিবাস; **তস্য**—তাঁর; **অস্তু**—হোন; **মে**—আমার জন্য; **অনু-ভাবম্**—জন্মে জন্মে; **অঙ্ঘ্রি**—পাদদ্বয়; **অবনেজনত্বম্**—প্রক্ষালনের মর্যাদা।

অনুবাদ

শ্রীমিত্রবিন্দা বললেন—আমার স্বয়ম্বর সভায় তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁকে অপমান করার স্পর্ধাসম্পন্ন আমার ভ্রাতা সহ উপস্থিত সমস্ত রাজাদের পরাজিত করে, ঠিক যেমন একটি সিংহ একদল কুকুরের মধ্য থেকে তার শিকার হরণ করে, সেইভাবে তিনি আমাকে হরণ করলেন। এইভাবে লক্ষ্মীদেবীর আশ্রয় ভগবান কৃষ্ণ আমাকে তাঁর রাজধানীতে আনয়ন করেছিলেন। আমি যেন জন্মে জন্মে তাঁর চরণদ্বয় প্রক্ষালনের দ্বারা তাঁর সেবার অনুমোদন লাভ করি।

শ্লোক ১৩-১৪

শ্রীসত্যোবাচ

সপ্তোক্ষণোঽতিবলবীর্যসুতীক্ষ্ণশৃঙ্গান্
পিত্রা কৃতান্ ক্ষিতিপবীর্যপরীক্ষণায় ।
তান্ বীরদুর্মদহনস্তরসা নিগৃহ্য
ক্রীড়ন্ ববন্ধ হ যথা শিশবোঽজতোকান্ ॥ ১৩ ॥
য ইত্থং বীর্যশুল্কাং মাং দাসীভিশ্চতুরঙ্গিণীম্ ।
পথি নির্জিত্য রাজন্যান্নিন্যে তদ্দাস্যমস্তু মে ॥ ১৪ ॥

শ্রী-সত্যা উবাচ—শ্রীসত্যা বললেন; **সপ্ত**—সাতটি; **উক্ষণঃ**—বৃষ; **অতি**—মহা; **বল**—বল; **বীর্য**—বীর্য; **সু**—অত্যন্ত; **তীক্ষ্ণ**—তীক্ষ্ণ; **শৃঙ্গান্**—শৃঙ্গ; **পিত্রা**—আমার পিতার দ্বারা; **কৃতান্**—আয়োজন করেছিলেন; **ক্ষিতিপ**—রাজাদের; **বীর্য**—শক্তিমত্তা; **পরীক্ষণায়**—পরীক্ষার জন্য; **তান্**—তাদের (বৃষদের); **বীর**—বীরদের; **দুর্মদ**—দর্প; **হনঃ**—বিনাশী; **তরসা**—অনায়াসে; **নিগৃহ্য**—দমনপূর্বক; **ক্রীড়ন্**—ক্রীড়া করতে করতে; **ববন্ধ হ**—তিনি বন্ধন করলেন; **যথা**—যেমন; **শিশবঃ**—শিশু; **অজ**—ছাগ; **তোকান্**—শিশুকে; **যঃ**—যে; **ইত্থম্**—এইভাবে; **বীর্য**—বীরত্ব; **শুল্কাম্**—যার মূল্য; **মাম্**—আমাকে; **দাসীভিঃ**—দাসীদের সঙ্গে; **চতুঃ-অঙ্গিণীম্**—চতুঃবাহিনী (রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতিক) সৈন্য দ্বারা সুরক্ষিত; **পথি**—পথে; **নির্জিত্য**—পরাজিত করে; **রাজন্যান্**—রাজাদের; **নিন্যে**—তিনি আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন; **তৎ**—তাঁর; **দাস্যম্**—দাস্য; **অস্তু**—হোক; **মে**—আমার।

অনুবাদ

শ্রীসত্যা বললেন—অত্যন্ত বল ও বীর্য সম্পন্ন ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ বিশিষ্ট সাতটি বৃষকে আমার পাণিপ্রার্থী রাজাদের বিক্রম পরীক্ষার জন্য আমার পিতা এনেছিলেন। যদিও এই সকল বৃষসমূহ বহু বীরের দর্পনাশ করেছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অনায়াসে তাদের দমন করে, শিশু যেমন ক্রীড়াচ্ছলে ছাগ শিশুকে বন্ধন করে সেইভাবে তাদের বন্ধন করলেন। এইভাবে তাঁর বীরত্বের মূল্যে তিনি আমাকে ক্রয় করলেন। তারপর তিনি আমার দাসীগণ ও চতুঃবাহিনীর এক পূর্ণ সেনাবাহিনীসহ আমাকে নিয়ে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে তাঁর বিরোধী সকল রাজাদের পরাজিত করলেন। আমি যেন সেই ভগবানের সেবার সুযোগ লাভ করি।

শ্লোক ১৫-১৬

শ্রীভদ্রোবাচ

পিতা মে মাতুলেয়ায় স্বয়মাহূয় দত্তবান্ ।
কৃষ্ণে কৃষ্ণায় তচ্চিত্তামক্ষৌহিণ্যা সখীজনৈঃ ॥ ১৫ ॥
অস্য মে পাদসংস্পর্শো ভবেজ্জন্মনি জন্মনি ।
কর্মভির্ভ্রাম্যমাণায়া যেন তচ্ছ্রেয় আত্মনঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রী-ভদ্রা উবাচ—শ্রীভদ্রা বললেন; **পিতা**—পিতা; **মে**—আমার; **মাতুলেয়ায়**—আমার মামাতো ভাইকে; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **আহূয়**—আমন্ত্রণ করে; **দত্তবান্**—প্রদান করলেন; **কৃষ্ণে**—হে কৃষ্ণা (দ্রৌপদী); **কৃষ্ণায়**—ভগবান কৃষ্ণকে; **তৎ**—তাঁর প্রতি মগ্ন ছিল; **চিত্তাম্**—যার চিত্ত; **অক্ষৌহিণ্যা**—এক অক্ষৌহিণী সেনা প্রহরী; **সখীজনৈঃ**—এবং আমার সখীগণ সহ; **অস্য**—তাঁর; **মে**—আমার জন্য; **পাদ**—পাদদ্বয়ের; **সংস্পর্শঃ**—স্পর্শ; **ভবেৎ**—হোক; **জন্মনি জন্মনি**—জন্মে জন্মে; **কর্মভিঃ**—কর্মফল বশত; **ভ্রাম্যমাণায়া**—ভ্রাম্যমাণ হলেও; **যেন**—যেন; **তৎ**—সেই; **শ্রেয়ঃ**—পরম পূর্ণতা; **আত্মনঃ**—আমার।

অনুবাদ

শ্রীভদ্রা বললেন—হে দ্রৌপদী, তার নিজ স্বাধীন ইচ্ছায় আমার পিতা তার ভাগীনেয় কৃষ্ণকে আমন্ত্রণ করলেন, যাঁকে আমি ইতিমধ্যেই আমার হৃদয় উৎসর্গ করেছিলাম। আমার পিতা এক অক্ষৌহিণী সেনারক্ষী এবং আমার অনুগামী সখীগণ সহ আমাকে ভগবানের কাছে প্রদান করলেন। আমি কর্মফল বশত জন্মে জন্মে ভ্রমণ করলেও সর্বদা যেন শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম স্পর্শ করার অনুমোদন লাভ করি, এই আমার পরম প্রাপ্তি।

তাৎপর্য

আত্মনঃ শব্দটি দ্বারা রাণী ভদ্রা শুধু নিজের জন্যই বললেন না, বরং সকল জীবের জন্য বললেন। ইহ জগত ও পরজগত বা মোক্ষে, উভয়ক্ষেত্রেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিতেই হচ্ছে আত্মার সার্থকতা (*শ্রেয় আত্মনঃ*)।

শ্রীল জীব গোস্বামী ভাষ্য প্রদান করেছেন যে যদিও সভ্য সমাজে সাধারণত প্রকাশ্যে গুরুদেব বা পতির নাম বলা অশ্রদ্ধাজনক বিবেচনা করা হয়, কিন্তু ভগবান কৃষ্ণের নামটি হচ্ছে অনবদ্য—কৃষ্ণনামের বিশুদ্ধ উচ্চারণ, ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধার সর্বোত্তম প্রকাশরূপে প্রশংসনীয়। *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে* (৪/১৯) যেমন বলা হয়েছে *যস্য নাম মহদ্ যশঃ* অর্থাৎ "ভগবানের পবিত্র নাম পরম মহিমাময়"।

শ্লোক ১৭

শ্রীলক্ষ্মণোবাচ
মমাপি রাজ্ঞচ্যুতজন্মকর্ম
শ্রুত্বা মুহুর্নারদগীতমাস হ ।
চিত্তং মুকুন্দে কিল পদ্মহস্তয়া
বৃতঃ সুসংমৃশ্য বিহায় লোকপান্ ॥ ১৭ ॥

শ্রী-লক্ষ্মণা উবাচ—শ্রীলক্ষ্মণা বললেন; **মম**—আমার; **অপি**—ও; **রাজ্ঞি**—হে রাণী; **অচ্যুত**—ভগবান কৃষ্ণের; **জন্ম**—জন্ম সম্বন্ধে; **কর্ম**—এবং কর্ম; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **মুহুঃ**—বারম্বার; **নারদ**—নারদ মুনি দ্বারা; **গীতম্**—গীত; **আস হ**—হয়েছিল; **চিত্তম্**—আমার হৃদয়; **মুকুন্দে**—মুকুন্দের প্রতি (স্থির); **কিল**—বস্তুত; **পদ্ম-হস্তায়া**—লক্ষ্মীদেবী, যিনি তাঁর হাতে পদ্ম ধারণ করেন; **বৃতঃ**—বরণ করেছিলেন; **সু**—সযত্নে; **সংমৃশ্য**—বিবেচনাপূর্বক; **বিহায়**—পরিত্যাগ করে; **লোক**—গ্রহসমূহের; **পান্**—শাসকগণ।

অনুবাদ

শ্রীলক্ষ্মণা বললেন—হে রাণী, আমি নারদমুনিকে বারম্বার অচ্যুতের আবির্ভাব ও আচরণসমূহ কীর্তন করতে শ্রবণ করেছিলাম, তার ফলে আমার হৃদয়ও সেই ভগবান মুকুন্দের প্রতি আসক্ত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, দেবী পদ্মহস্তাও বিভিন্ন গ্রহ শাসনকারী মহান দেবতাদের পরিত্যাগ করে, সযত্ন বিবেচনাপূর্বক তাঁকে তার পতি রূপে বরণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৮

জ্ঞাত্বা মম মতং সাধ্বি পিতা দুহিতৃবৎসলঃ ।
বৃহৎসেন ইতি খ্যাতস্তত্রোপায়মচীকরৎ ॥ ১৮ ॥

জ্ঞাত্বা—জানতে পেরে; **মম**—আমার; **মতম্**—মত; **সাধ্বি**—হে সাধ্বি; **পিতা**—আমার পিতা; **দুহিতৃ**—তার কন্যার প্রতি; **বৎসলঃ**—স্নেহপরায়ণ; **বৃহৎসেন ইতি খ্যাতঃ**—বৃহৎসেন রূপে পরিচিত; **তত্র**—তখন; **উপায়ম্**—উপায়; **অচীকরৎ**—আয়োজন করলেন।

অনুবাদ

হে সাধ্বি, কন্যাবৎসল আমার পিতা বৃহৎসেন আমার মনোভাব জানতে পেরে, আমার আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন।

শ্লোক ১৯

যথা স্বয়ংবরে রাজ্ঞি মৎস্যঃ পার্থেপ্সয়া কৃতঃ ।
অয়ং তু বহিরাচ্ছন্নো দৃশ্যতে স জলে পরম্ ॥ ১৯ ॥

যথা—ঠিক যেমন; **স্বয়ংবরে**—(আপনার) স্বয়ংবর অনুষ্ঠানে; **রাজ্ঞি**—হে রাণী; **মৎস্য**—একটি মৎস্য; **পার্থ**—অর্জুন; **ঈপ্সয়া**—প্রাপ্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায়; **কৃতঃ**—লক্ষ স্থির করেছিলেন; **অয়ম্**—এই (মৎস্য); **তু**—কিন্তু; **বহিঃ**—বাহ্যত; **আচ্ছন্নঃ**—আচ্ছাদিত; **দৃশ্যতে**—দেখা যাচ্ছিল; **সঃ**—তা; **জলে**—জলে; **পরম**—মাত্র।

অনুবাদ

হে রাণী, ঠিক যেমন আপনার স্বয়ম্বর সভায় অর্জুনকে আপনার পতিরূপে নিশ্চিত করতে একটি মৎস্য ব্যবহার করা হয়েছিল, তেমনি আমার অনুষ্ঠানেও একটি মৎস্য ব্যবহৃত হয়েছিল। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে, তা চতুর্দিক থেকে গোপন ছিল এবং কেবলমাত্র নীচে একটি পাত্রের জলের মধ্যে তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছিল।

তাৎপর্য

অত্যন্ত দক্ষ ধনুর্ধারী রূপে অর্জুন বিখ্যাত ছিলেন। তাহলে কেন তিনি শ্রীমতী লক্ষ্মণার স্বয়ংবর অনুষ্ঠানে সেই মৎস্য লক্ষ্য ভেদ করতে পারেন নি, ঠিক যেমন পূর্বে একবার তিনি দ্রৌপদীকে জয় করার জন্য করেছিলেন? শ্রীল শ্রীধর স্বামী বর্ণনা করছেন—দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে লক্ষ্যটি কেবলমাত্র অংশত আচ্ছন্ন ছিল, যাতে লক্ষ্যভেদী স্তম্ভের দিকে সোজা তাকালে, যেখানে তা স্থাপন করা হয়েছিল, সেটি দেখতে পারে। কিন্তু লক্ষ্মণার লক্ষ্যে আঘাত করার জন্য একই সময়ে উপরে ও নীচের দিকে দর্শন করার মাধ্যমে লক্ষ্য স্থির করার প্রয়োজন ছিল, যা কোন মানুষের পক্ষে অসম্ভব কার্য। তাই কেবলমাত্র কৃষ্ণই লক্ষ্যে আঘাত করতে পেরেছিলেন।

শ্লোক ২০

শ্রুত্বৈতৎ সর্বতো ভূপা আয়য়ুর্মৎ পিতুঃ পুরম্ ।
সর্বাস্ত্রশস্ত্রতত্ত্বজ্ঞাঃ সোপাধ্যায়াঃ সহস্রশঃ ॥ ২০ ॥

শ্রুত্বা—শ্রবণ করে; **এতৎ**—তা; **সর্বতঃ**—সকল স্থান থেকে; **ভূপাঃ**—রাজারা; **আয়য়ুঃ**—আগমন করেছিল; **মৎ**—আমার; **পিতুঃ**—পিতার; **পুরম্**—নগরে; **সর্ব**—সকল; **অস্ত্র**—তীর রূপে বিদ্ধকারী অস্ত্র বিষয়ক; **শস্ত্র**—এবং অন্যান্য অস্ত্র; **তত্ত্ব**—বিজ্ঞানের; **জ্ঞাঃ**—দক্ষ বিশারদরা; **স**—সহ; **উপাধ্যায়াঃ**—তাদের আচাযগণ; **সহস্রশঃ**—সহস্র সহস্র।

অনুবাদ

এই কথা শ্রবণ করে অস্ত্রশস্ত্রে দক্ষ সহস্র সহস্র রাজারা তাঁদের সেনা-আচার্যগণ সহ সকল দিক থেকে আমার পিতার নগরীতে আগমন করলেন।

শ্লোক ২১

পিত্রা সম্পূজিতাঃ সর্বে যথাবীর্যং যথাবয়ঃ ।
আদদুঃ সশরং চাপং বেদ্ধুং পর্ষদি মদ্ধিয়ঃ ॥ ২১ ॥

পিত্রা—আমার পিতা দ্বারা; **সম্পূজিতাঃ**—সম্পূর্ণরূপে সম্মানিত; **সর্বে**—তাদের সকলে; **যথা**—অনুসারে; **বীর্যম্**—বল; **যথা**—অনুসারে; **বয়ঃ**—বয়স; **আদদুঃ**—তারা গ্রহণ করলেন; **স**—নিজ; **শরম্**—বাণ; **চাপম্**—ধনুক; **বেদ্ধুম্**—ভেদ করার জন্য (লক্ষ্য); **পর্ষদি**—সভামধ্যে; **মৎ**—আমাতে (স্থির); **ধিয়ঃ**—যাদের মন।

অনুবাদ

আমার পিতা প্রত্যেক রাজাকে তাদের শক্তি ও বয়োজ্যেষ্ঠতা অনুসারে যথাযথভাবে সম্মান করলেন। অতঃপর আমাতে নিবদ্ধ হৃদয় রাজারা ধনুর্বাণ গ্রহণ করলেন এবং একে একে সভামধ্যে লক্ষ্যভেদ করার চেষ্টা করলেন।

তাৎপর্য

আচার্যবর্গের মতানুসারে, কেবল সেই সকল রাজারাই, যাঁরা রাজকন্যার পাণিগ্রহণে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন, লক্ষ্যভেদ করার চেষ্টার সাহস করেছিলেন।

শ্লোক ২২

আদায় ব্যসৃজন্ কেচিৎ সজ্যং কর্তুমণীশ্বরাঃ ।
আকোষ্ঠং জ্যাং সমুৎকৃষ্য পেতুরেকেঽমুনাহতাঃ ॥ ২২ ॥

আদায়—গ্রহণ করার পর; **ব্যসৃজন্**—ধনুক; **কেচিৎ**—তাদের কেউ কেউ; **সজ্যম্**—জ্যা; **কর্তুম্**—রোপন করতে; **অনীশ্বরাঃ**—অসমর্থ; **আ-কোষ্ঠম্**—অগ্রভাগ পর্যন্ত (ধনুকের); **জ্যাম্**—জ্যা; **সমুৎকৃষ্য**—আকর্ষণ করলেও; **পেতুঃ**—পতিত হলেন; **একে**—কেউ কেউ; **অমুনা**—তার (ধনুক) দ্বারা; **হতাঃ**—হত হয়ে।

অনুবাদ

তাঁদের কেউ কেউ ধনুক গ্রহণ করেও তাতে জ্যা রোপণ করতে পারলেন না এবং তাই হতাশায় তাঁরা তা নিক্ষেপ করেছিলেন। কেউ কেউ ধনুকের অগ্রভাগ পর্যন্ত ধনুকের ছিলাকে আকর্ষণ করতে পারলেও, সেই ধনুকের ছিলা ফিরে এসে তাঁদের আঘাত করে ভূপতিত করল।

শ্লোক ২৩

সজ্যং কৃত্বাপরে বীরা মাগধাম্বষ্ঠচেদিপাঃ ।
ভীমো দুর্যোধনঃ কর্ণো নাবিদংস্তদবস্থিতিম্ ॥ ২৩ ॥

সজ্যম্—জ্যা সংযোগ; **কৃত্বা**—করে (ধনুক); **অপরে**—অন্যান্য; **বীরাঃ**—বীরগণ; **মাগধ**—মগধরাজ (জরাসন্ধ); **অম্বষ্ঠ**—অম্বষ্ঠের রাজা; **চেদি-পাঃ**—চেদির শাসক (শিশুপাল); **ভীমঃ দুর্যোধনঃ কর্ণঃ**—ভীম, দুর্যোধন ও কর্ণ; **ন অবিদন্**—তাঁরা জানতে পারলেন না; **তদ্**—তার (লক্ষ্যের); **অবস্থিতিম্**—অবস্থান।

অনুবাদ

কয়েকজন বীর—প্রধানত জরাসন্ধ, শিশুপাল, ভীম, দুর্যোধন, কর্ণ এবং অম্বষ্ঠের রাজা ধনুকে জ্যা রোপণ করতে সফল হলেন, কিন্তু তাঁদের কেউই লক্ষ্যের অবস্থান জানতে পারেননি।

তাৎপর্য

এই সকল রাজারা দৈহিকভাবে অত্যন্ত বলশালী ছিলেন, কিন্তু তাঁরা কেউই লক্ষ্যকে প্রাপ্ত হতে যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন না।

শ্লোক ২৪

মৎস্যাভাসং জলে বীক্ষ্য জ্ঞাত্বা চ তদবস্থিতিম্ ।
পার্থো যত্তোঽসৃজদ্ বাণং নাচ্ছিনৎ পস্পৃশে পরম্ ॥ ২৪ ॥

মৎস্য—মৎস্যের; **আভাসম্**—আভাস; **জলে**—জলে; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **জ্ঞাত্বা**—জানতে পেরে; **চ**—এবং; **তৎ**—তার; **অবস্থিতিম্**—অবস্থান; **পার্থঃ**—অর্জুন; **যত্তঃ**—সযত্নে লক্ষ্য স্থির করে; **অসৃজৎ**—নিক্ষেপ করলেন; **বাণম্**—তীর; **অচ্ছিনৎ**—তিনি তা বিদ্ধ করতে পারলেন না; **পস্পৃশে**—তিনি তা স্পর্শ করেছিলেন; **পরম্**—মাত্র।

অনুবাদ

তারপর অর্জুন জলে মৎস্যের আভাস দর্শন করে তার অবস্থান নির্ণয় করলেন। তিনি তখন সযত্নে সেখানে তাঁর তীর নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু লক্ষ্যবস্তুকে বিদ্ধ করতে পারলেন না, সেটি স্পর্শ করেছিলেন মাত্র।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর বর্ণনা অনুযায়ী অন্যান্য রাজাদের চেয়ে অর্জুন অনেক দক্ষ তীরন্দাজ ছিলেন, কিন্তু নিখুঁতভাবে সেটিকে বিদ্ধ করার কাজে তাঁর শারীরিক বল যথেষ্ট ছিল না।

শ্লোক ২৫-২৬

রাজন্যেষু নিবৃত্তেষু ভগ্নমানেষু মানিষু ।
ভগবান্ ধনুরাদায় সজ্যং কৃত্বাথ লীলয়া ॥ ২৫ ॥
তস্মিন্ সন্ধায় বিশিখং মৎস্যং বীক্ষ্য সকৃজ্জলে ।
ছিত্ত্বেষুণাপাতয়ৎ তং সূর্যে চাভিজিতি স্থিতে ॥ ২৬ ॥

রাজন্যেষু—যখন রাজাগণ; **নিবৃত্তেষু**—পরিত্যাগ করেছিলেন; **ভগ্ন**—পরাজিত; **মানেষু**—মানী; **মানিষু**—দর্প; **ভগবান্**—ভগবান; **ধনুঃ**—ধনুক; **আদায়**—গ্রহণ করে; **সজ্যম কৃত্বা**—তাতে জ্যা আরোপ করে; **অথ**—তখন; **লীলয়া**—ক্রীড়ারূপে; **তস্মিন্**—তাতে; **সন্ধায়**—সংযোজন করে; **বিশিখম্**—তীর; **মৎস্যাম্**—মৎস্য; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **সকৃৎ**—একবার মাত্র; **জলে**—জলে; **ছিত্ত্বা**—বিদ্ধ করে; **ইষুণা**—তীর দ্বারা; **অপাতয়ৎ**—তিনি ভূপতিত করলেন; **তম্**—তা; **সূর্যে**—যখন সূর্য; **চ**—এবং; **অভিজিতে**—অভিজিৎ নক্ষত্রে; **স্থিতে**—অবস্থান করছিল।

অনুবাদ

সকল গর্বিত রাজারা হতগর্ব হয়ে নিবৃত্ত হওয়ার পর পরমেশ্বর ভগবান ধনুক তুলে নিয়ে অনায়াসে তাতে জ্যা আরোপ করলেন এবং তারপর লক্ষ্যের দিকে তাঁর তীর নিবদ্ধ করলেন। সূর্য যখন অভিজিৎ নক্ষত্রে অবস্থান করছিল, তিনি একবার মাত্র জলের মধ্যে মাছের দিকে অবলোকন করে, তীর দিয়ে সেটি বিদ্ধ করে ভূপতিত করলেন।

তাৎপর্য

প্রতিদিন একবার অভিজিৎ নক্ষত্র দিয়ে সূর্য গমন করে, সেই সময়টি বিজয়ী হওয়ার জন্য অত্যন্ত পবিত্র। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর দ্বারা উল্লেখিত হয়েছে যে, সেই নির্দিষ্ট দিনটিতে অভিজিৎ নক্ষত্রের মুহূর্তটি মধ্য দুপুরে সংঘটিত হয়েছিল যা ভগবান কৃষ্ণের পরম শক্তিকে আরো জোরালো করে কারণ সেই সময় লক্ষবস্তুকে দর্শন করা আরো কঠিন হয়ে পড়ে।

শ্লোক ২৭

দিবি দুন্দুভয়ো নেদুর্জয়শব্দযুতা ভুবি ।
দেবাশ্চ কুসুমাসারান্মুমুচুর্হর্ষবিহ্বলাঃ ॥ ২৭ ॥

দিবি—আকাশে; **দুন্দুভয়ঃ**—দুন্দুভি; **নেদুঃ**—ধ্বনিত হল; **জয়**—"জয়"; **শব্দ**—ধ্বনি; **যুতাঃ**—সহ একত্রে; **ভুবি**—ভূতলে; **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **চ**—এবং; **কুসুম**—পুষ্পের; **আসারান্**—বর্ষণ; **মুমুচু**—মুক্ত করলেন; **হর্ষ**—আনন্দে; **বিহ্বলাঃ**—অভিভূত হয়ে।

অনুবাদ

আকাশে দুন্দুভি ধ্বনিত হল এবং পৃথিবীর মানুষেরা "জয়! জয়!" ধ্বনি দিল। আনন্দে অভিভূত দেবতারা পুষ্পবর্ষণ করলেন।

শ্লোক ২৮

তদ্ রঙ্গমাবিশমহং কলনূপুরাভ্যাং
পদ্ভ্যাং প্রগৃহ্য কনকোজ্জ্বলরত্নমালাম্ ।
নূত্নে নিবীয় পরিধায় চ কৌশিকাগ্র্যে
সব্রীড়হাসবদনা কবরীধৃতস্রক্ ॥ ২৮ ॥

তৎ—তখন; রঙ্গম্—স্বয়ম্বর ক্ষেত্রে; আবিশম্—প্রবেশ করলাম; অহম্—আমি; কল—মধুররূপে ধ্বনিত; নূপুরাভ্যাম্—নূপুর যুক্ত; পদ্ভ্যাম্—পাদদ্বয়ে; প্রগৃহ্য—ধারণ করে; কনক—স্বর্ণের; উজ্জ্বল—উজ্জ্বল; রত্ন—রত্নসমূহ দ্বারা; মালাম্—একটি কণ্ঠহার; নূত্নে—নতুন; নিবীয়—বন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ; পরিধায়—পরিধান করে; চ—এবং; কৌশিক—এক জোড়া রেশম বস্ত্র; অগ্র্যে—সুন্দর; সব্রীড়—সলজ্জ; হাস—হাস্য দ্বারা; বদন—আমার মুখমণ্ডল; কবরী—আমার চুলের খোঁপায়; ধৃত—ধৃত; স্রক্—ফুলের মালা।

অনুবাদ

ঠিক তখন আমি আমার পায়ের মধুর নূপুর ধ্বনি সহ সেই স্বয়ম্বর সভায় প্রবেশ করলাম। আমি কোমর বন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ সুন্দর নতুন রেশমী বস্ত্র পরিধান করেছিলাম এবং স্বর্ণ ও রত্নে নির্মিত একটি উজ্জ্বল কণ্ঠহার বহন করছিলাম। আমার মুখমণ্ডলে ছিল সলজ্জ হাস্য এবং আমার চুলে ছিল ফুলের মালা।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বর্ণনা করছেন যে, কিভাবে তিনি ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন তা স্মরণ করতে গিয়ে শ্রীলক্ষ্মণা এত উত্তেজিত হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর স্বাভাবিক লজ্জা ভুলে গিয়েছিলেন এবং তাঁর আপন বিজয়কে বর্ণনা করতে লাগলেন।

শ্লোক ২৯

উন্নীয় বক্ত্রমুরুকুন্তলকুণ্ডলত্বিড়-
গণ্ডস্থলং শিশিরহাসকটাক্ষমোক্ষৈঃ ।
রাজ্ঞো নিরীক্ষ্য পরিতঃ শনকৈর্মুরারের্
অংসেঽনুরক্তহৃদয়া নিদধে স্বমালাম্ ॥ ২৯ ॥

উন্নীয়—উত্তোলন করে; **বক্ত্রম্**—আমার মুখ-মণ্ডল; **উরু**—ঘন; **কুন্তল**—কেশরাশি দ্বারা; **কুণ্ডল**—কুণ্ডলদ্বয়ের; **ত্বিট**—জ্যোতি দ্বারা; **গণ্ডস্থলম্**—যার গণ্ডস্থল; **শিশির**—কান্তিময়; **হাস**—হাস্যযুক্ত; **কট-অক্ষ**—কটাক্ষ দৃষ্টির; **মোক্ষৈঃ**—নিক্ষেপ দ্বারা; **রাজ্ঞঃ**—রাজাগণ; **নিরীক্ষ**—নিরীক্ষণ পূর্বক; **পরিতঃ**—চতুর্দিকে; **শনকৈঃ**—ধীরে ধীরে; **মুরারেঃ**—কৃষ্ণের; **অংশে**—গলদেশে; **অনুরক্ত**—অনুরক্ত; **হৃদয়া**—যার হৃদয়; **নিদধে**—আমি স্থাপন করলাম; **স্ব**—আমার; **মালাম্**—কণ্ঠহার।

অনুবাদ

আমি আমার মুখ উত্তোলন করলাম, যা আমার ঘন কেশ রাশি দ্বারা আবৃত ছিল এবং আমার উজ্জ্বল কুণ্ডলদ্বয়ের দীপ্তি আমার গণ্ডস্থল হতে প্রতিফলিত হল। সুশীতল হাস্যে আমি চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করলাম। তারপর সকল রাজাকে নিরীক্ষণ করতে করতে আমি ধীরে ধীরে আমার হৃদয় হরণকারী মুরারীর গলদেশে কণ্ঠহারটি অর্পণ করলাম।

শ্লোক ৩০

তাবন্মৃদঙ্গপটহাঃ শঙ্খভের্যানকাদয়ঃ ।
নিনেদুর্নটনর্তক্যো ননৃতুর্গায়কা জগুঃ ॥ ৩০ ॥

তাবৎ—ঠিক তখন; **মৃদঙ্গ-পটহঃ**—মৃদঙ্গ ও পটহ বাদ্য; **শঙ্খ**—শঙ্খ; **ভেরী**—দুন্দুভি; **আনক**—বিশাল সেনা ঢোলক; **আদয়ঃ**—প্রভৃতি; **নিনেদুঃ**—ধ্বনিত হয়েছিল; **নট**—নর্তকগণ; **নর্তক্যঃ**—এবং নর্তকীগণ; **ননৃতুঃ**—নৃত্য করছিলেন; **গায়কাঃ**—গায়কগণ; **জগুঃ**—গান গাইছিলেন।

অনুবাদ

ঠিক তখন সেখানে শঙ্খ, মৃদঙ্গ, পটহ, ভেরী, আনক প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ধ্বনিত হয়েছিল। নর-নারীরা নৃত্য করতে শুরু করেছিলেন এবং গায়কেরা গান গাইতে শুরু করলেন।

শ্লোক ৩১

এবং বৃতে ভগবতি ময়েশে নৃপযূথপাঃ ।
ন সেহিরে যাজ্ঞসেনি স্পর্ধন্তো হৃচ্ছয়াতুরাঃ ॥ ৩১ ॥

এবম্—এইভাবে; **বৃতে**—বরণ করলে; **ভগবতি**—ভগবান; **ময়া**—আমার দ্বারা; **ঈশে**—শ্রীকৃষ্ণ; **নৃপ**—রাজাদের; **যূথ-পাঃ**—অধিপতিবৃন্দ; **ন সেহিরে**—তা সহ্য করতে পারল না; **যাজ্ঞসেনি**—হে দ্রৌপদী; **স্পর্ধন্তঃ**—কলহপরায়ণ হয়ে উঠে; **হৃৎ-শয়**—কাম দ্বারা; **আতুরাঃ**—পীড়িত হয়েছিল।

অনুবাদ

হে দ্রৌপদী, সেখানে মুখ্য রাজারা আমার পরমেশ্বর ভগবানকে বরণ করা সহ্য করতে পারল না। কাম দ্বারা জ্বলতে জ্বলতে তারা কলহপরায়ণ হয়ে উঠেছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী ভাষ্য প্রদান করছেন যে, কামনার কলুষ সেই রাজাদের ভগবানের পরম ক্ষমতা দর্শন করার পরও মূর্খের মতো ভগবানের সঙ্গে কলহে প্রবৃত্ত করেছিল।

শ্লোক ৩২

মাং তাবদ্ রথমারোপ্য হয়রত্নচতুষ্টয়ম্ ।
শার্ঙ্গমুদ্যম্য সন্নদ্ধস্তস্থাবাজৌ চতুর্ভুজঃ ॥ ৩২ ॥

মাম্—আমাকে; **তাবৎ**—সেই সময়; **রথম্**—রথে; **আরোপ্য**—উত্তোলন করে; **হয়**—অশ্বসমূহের; **রত্ন**—রত্ন; **চতুষ্টয়ম্**—চতুষ্টয়; **শার্ঙ্গম্**—শার্ঙ্গ নামক তাঁর ধনুক; **উদ্যম্য**—প্রস্তুত করে; **সন্নদ্ধঃ**—তাঁর বর্মে স্থাপন করে; **তস্থৌ**—তিনি দণ্ডায়মান হলেন; **আজৌ**—যুদ্ধক্ষেত্রে; **চতুঃ**—চার; **ভুজঃ**—হাতে।

অনুবাদ

ভগবান তখন আমাকে তাঁর উত্তম অশ্বচতুষ্টয় দ্বারা আকর্ষিত রথে আরোহণ করালেন। তাঁর বর্ম পরিধান করে এবং তাঁর শার্ঙ্গ ধনুক প্রস্তুত করে তিনি রথে দণ্ডায়মান রইলেন। অবশেষে যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি তাঁর চতুর্ভুজ রূপকে প্রকাশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে তাঁর চতুঃবাহুর দুটি বাহু দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বধূকে আলিঙ্গন করেছিলেন এবং অন্য দুটি বাহু দিয়ে তিনি তাঁর ধনুক ও বাণসমূহ ধারণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৩

দারুকশ্চোদয়ামাস কাঞ্চনোপস্করং রথম্ ।
মিষতাং ভূভুজাং রাজ্ঞে মৃগাণাং মৃগরাড়িব ॥ ৩৩ ॥

দারুকঃ—দারুক (শ্রীকৃষ্ণের সারথি); **চোদয়াম্ আস**—চালিত করেছিলেন; **কাঞ্চন**—সুবর্ণ; **উপস্করম্**—পরিচ্ছদ-ভূষিত; **রথম্**—রথ; **মিষতাম্**—দর্শনকারী; **ভূ-ভুজাম্**—রাজারা; **রাজ্ঞি**—হে রাণী; **মৃগাণাম্**—পশুদের; **মৃগরাট্**—পশুরাজ, সিংহ; **ইব**—যেমন।

অনুবাদ

হে রাণী, ক্ষুদ্র পশুরা যেভাবে অসহায়ভাবে একটি সিংহকে দর্শন করে, দারুক চালিত ভগবানের সুবর্ণ পরিচ্ছদ-ভূষিত রথ রাজারা সেইভাবে দর্শন করেছিল।

শ্লোক ৩৪

তেঽন্বসজ্জন্ত রাজন্যা নিষেদ্ধুং পথি কেচন ।
সংযত্তা উদ্ধৃতেষ্বাসা গ্রামসিংহা যথা হরিম্ ॥ ৩৪ ॥

তে—তারা; অন্বসজ্জন্ত—পশ্চাতে ধাবিত হয়েছিল; রাজন্যাঃ—রাজাগণ; নিষেদ্ধুম্—তাঁকে বাধা দিতে; পথি—পথে; কেচন—তাদের কয়েকজন; সংযত্তাঃ—প্রস্তুত; উদ্ধৃত—উদ্যত করে; ইষু-আসাঃ—ধনুকসমূহ; গ্রাম-সিংহা—"গ্রামের সিংহ" (কুকুর); যথা—মতো; হরিম্—একটি সিংহ।

অনুবাদ

গ্রামের কুকুরেরা যেমন একটি সিংহের পশ্চাতে ধাবিত হয়, সেভাবে রাজারা ভগবানের পশ্চাতে ধাবিত হল। কোন কোন রাজা তাদের ধনুকসমূহ উদ্যত করে, তাঁর গমন পথে তাঁকে বাধা প্রদানের জন্য পথিমধ্যে নিজেরা অবস্থান করছিল।

শ্লোক ৩৫

তে শার্ঙ্গচ্যুতবানৌঘৈঃ কৃত্তবাহ্বঙ্ঘ্রিকন্ধরাঃ ।
নিপেতুঃ প্রধনে কেচিদেকে সন্ত্যজ্য দুদ্রুবুঃ ॥ ৩৫ ॥

তে—তারা; শার্ঙ্গ—ভগবান কৃষ্ণের ধনুক থেকে; চ্যুত—নিক্ষেপিত; বাণ—বাণসমূহের; ওঘৈঃ—বন্যা দ্বারা; কৃত্ত—ছিন্ন হয়েছিল; বাহু—বাহু; অঙ্ঘ্রি—পদ; কন্ধরাঃ—এবং স্কন্ধ; নিপেতুঃ—পতিত হল; প্রধনে—যুদ্ধক্ষেত্রে; কেচিৎ—কেউ; একে—কেউ; সন্ত্যজ্য—পরিত্যাগ করে; দুদ্রুবুঃ—পলায়ন করেছিল।

অনুবাদ

এই সকল যোদ্ধারা ভগবানের শার্ঙ্গ ধনুক থেকে নিক্ষেপিত তীরের বন্যায় প্লাবিত হয়েছিল। রাজাদের কেউ কেউ বাহু, পদ ও স্কন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হয়েছিল, অবশিষ্ট রাজারা যুদ্ধ পরিত্যাগ করে পলায়ন করেছিল।

শ্লোক ৩৬

ততঃ পুরীং যদুপতিরত্যলঙ্কৃতাং
রবিচ্ছদধ্বজপটচিত্রতোরণাম্ ।

কুশস্থলীং দিবি ভুবি চাভিসংস্তুতাং
সমাবিশৎ তরণিরিব স্বকেতনম্ ॥ ৩৬ ॥

ততঃ—অতঃপর; **পুরীম্**—তাঁর নগরী; **যদুপতি**—যদুপতি; **অতি**—অতিশয়; **অলঙ্কৃতাম্**—অলঙ্কৃতা; **রবিচ্ছদ**—সূর্য আচ্ছাদনকারী; **ধ্বজ**—ধ্বজ; **পট**—পট যুক্ত; **চিত্র**—বিচিত্র; **তোরণাম্**—এবং তোরণ বিশিষ্ট; **কুশস্থলীম্**—দ্বারকা; **দিবি**—স্বর্গে; **ভুবি**—মর্ত্যে; **চ**—এবং; **অভিসংস্তুতাম্**—বন্দিত; **সমাবিশৎ**—তিনি প্রবেশ করলেন; **তরণিঃ**—সূর্য; **ইব**—যেন; **স্ব**—তার নিজ; **কেতনম্**—আলয়।

অনুবাদ

যদুপতি অতঃপর স্বর্গে ও মর্ত্যে বন্দিত তাঁর রাজধানী কুশস্থলীতে প্রবেশ করলেন। সেই নগরী ধ্বজ পট ও বিচিত্র তোরণ দ্বারা সূর্যকে আচ্ছাদিত করে বিস্তৃতভাবে শোভিত হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রবেশ করলেন, তাঁকে মনে হচ্ছিল যেন সূর্যদেব তাঁর আলয়ে প্রবেশ করছেন।

তাৎপর্য

পশ্চিমের পর্বত সমূহ হচ্ছে সূর্যের আলয়, যেখানে তিনি প্রতি সন্ধ্যায় অস্ত যান।

শ্লোক ৩৭

পিতা মে পূজয়ামাস সুহৃৎসম্বন্ধিবান্ধবান্ ।
মহার্হবাসোঽলঙ্কারৈঃ শয্যাসনপরিচ্ছদৈঃ ॥ ৩৭ ॥

পিতা—পিতা; **মে**—আমার; **পূজয়াম্ আস**—পূজা করেছিলেন; **সুহৃৎ**—তার বন্ধু; **সম্বন্ধি**—ঘনিষ্ঠ আত্মীয়; **বান্ধবান্**—পরিবারের অন্যান্য সদস্য; **মহা**—মহা; **অর্হ**—মূল্যবান; **বাসঃ**—বস্ত্র; **অলঙ্কারৈঃ**—অলঙ্কার; **শয্যা**—শয্যা; **আসন**—সিংহাসন; **পরিচ্ছদৈঃ**—এবং অন্যান্য আসবাবপত্র।

অনুবাদ

আমার পিতা মূল্যবান বস্ত্র, অলঙ্কার, রাজকীয় শয্যা, সিংহাসন ও অন্যান্য আসবাবপত্র দ্বারা তার বন্ধু, পরিবারের সদস্য ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের পূজা করেছিলেন।

শ্লোক ৩৮

দাসীভিঃ সর্বসম্পত্তির্ভটেভরথবাজিভিঃ ।
আয়ুধানি মহার্হাণি দদৌ পূর্ণস্য ভক্তিতঃ ॥ ৩৮ ॥

দাসীভিঃ—দাসীদের সঙ্গে; **সর্ব**—সকল; **সম্পত্তিঃ**—ধনসম্পদে সমৃদ্ধ; **ভট**—পদাতিক সৈন্য; **ইভ**—গজারোহী সৈন্য; **রথ**—রথারোহী সৈন্য; **বাজিভিঃ**—এবং

অশ্বারোহী সৈন্যসমূহ; **আয়ুধানি**—অস্ত্রসমূহ; **মহা-অর্হণি**—অত্যন্ত মূল্যবান; **দদৌ**—তিনি প্রদান করলেন; **পূর্ণস্য**—যথার্থভাবে পরিপূর্ণ ভগবানকে; **ভক্তিতঃ**—ভক্তিবশত।

অনুবাদ

যথার্থরূপে পরিপূর্ণ ভগবানকে ভক্তি সহকারে তিনি মহামূল্যবান অলঙ্কারে শোভিত দাসীবৃন্দ প্রদান করলেন। এইসকল দাসীদের সঙ্গে ছিল পদাতিক, গজারোহী, রথারোহী ও অশ্বারোহী প্রহরীগণ। তিনি ভগবানকে অত্যন্ত মূল্যবান অস্ত্রসমূহও প্রদান করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান পূর্ণ এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ। তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কোনকিছুরই তাঁর প্রয়োজন নেই। একথা জেনেও একজন শুদ্ধভক্ত কোন জাগতিক লাভের আশায় নয় কেবলমাত্র প্রেমবশত *ভক্তিতঃ* ভগবানকে অর্ঘ প্রদান করেন। ফুল, তুলসীপাতা ও জলের মতো ক্ষুদ্র উপহারও ভগবান আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেন, যদি তা প্রীতির সঙ্গে নিবেদিত হয়।

শ্লোক ৩৯

আত্মারামস্য তস্যেমা বয়ং বৈ গৃহদাসিকাঃ ।
সর্বসঙ্গনিবৃত্ত্যাদ্ধা তপসা চ বভূবিম ॥ ৩৯ ॥

আত্ম-আরামস্য—আত্মারামের; **তস্য**—তাঁর; **ইমাঃ**—এই সকল; **বয়ম্**—আমরা; **বৈ**—বস্তুত; **গৃহ**—গৃহে; **দাসিকাঃ**—দাসী; **সর্ব**—সকল; **সঙ্গ**—জাগতিক সঙ্গের; **নিবৃত্ত্যা**—নিবৃত্ত হওয়ার দ্বারা; **অদ্ধা**—প্রত্যক্ষরূপে; **তপসা**—তপস্যা দ্বারা; **চ**—এবং; **বভূবিম**—হয়েছি।

অনুবাদ

এইভাবে, সকল জাগতিক সঙ্গ পরিত্যাগ করে এবং তপশ্চর্যা পালন করে, আমরা রাণীরা সকলে আত্মারাম ভগবানের নিজ দাসী হয়েছি।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে, শ্রীমতী লক্ষ্মণা বিব্রত হয়েছিলেন, যখন তিনি হৃদয়ঙ্গম করলেন যে, তিনি কেবল নিজের সম্বন্ধেই কথা বলছিলেন, আর তাই তাঁর সহ মহিষীদের প্রশংসাকারী এই শ্লোক তিনি বললেন। লক্ষ্মণা তাঁর নম্রতা সহকারে দাবী করছেন যে, কৃষ্ণের রাণীরা সাধারণ পত্নীদের মতো পতিদের তাঁদের অধীনে আনয়ন করেন না আর এইভাবে তাঁরা তাঁর কাছে কেবলমাত্র গৃহস্থালী তত্ত্বাবধায়ক দাসীরূপে বর্ণিত হন। প্রকৃতপক্ষে, যেহেতু ভগবানের রাণীরা

তাঁর অন্তরঙ্গা আনন্দময় শক্তির (*হ্লাদিনী শক্তি*) প্রত্যক্ষ প্রকাশ, তাই তাঁরা তাঁকে তাদের প্রেম দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করতেন।

শ্লোক ৪০

মহিষ্য ঊচুঃ

ভৌমং নিহত্য সগণং যুধি তেন রুদ্ধা
জ্ঞাত্বাথ নঃ ক্ষিতিজয়ে জিতরাজকন্যাঃ ।
নির্মুচ্য সংসৃতিবিমোক্ষমনুস্মরন্তীঃ
পাদাম্বুজং পরিণিনায় য আপ্তকামঃ ॥ ৪০ ॥

মহিষ্যঃ ঊচুঃ—অন্যান্য রাণীরা বললেন; **ভৌমম্**—ভৌমাসুর; **নিহত্য**—নিহত করে; **স**—সহ; **গণম্**—তার অনুচরগণ; **যুধি**—যুদ্ধে; **তেন**—তার (ভৌম) দ্বারা; **রুদ্ধাঃ**—বন্দী; **জ্ঞাত্বা**—জানতে পেরে; **অথ**—অতঃপর; **নঃ**—আমাদের; **ক্ষিতি-জয়ে**—পৃথিবী বিজয়ের সময়; **জিত**—পরাজিত; **রাজ**—রাজাদের; **কন্যাঃ**—কন্যাগণ; **নির্মুচ্য**—মুক্ত করে; **সংসৃতি**—সংসার থেকে; **বিমোক্ষম্**—মুক্তির (উৎস); **অনুস্মরন্তীঃ**—নিরন্তর স্মরণপূর্বক; **পাদ-অম্বুজম্**—তাঁর পাদপদ্মদ্বয়; **পরিণিনায়**—বিবাহ করলেন; **যঃ**—যিনি; **আপ্ত-কামঃ**—ইতিমধ্যেই সকল আকাঙ্ক্ষাসমূহে তৃপ্ত।

অনুবাদ

অন্যান্য মহিষীদের পক্ষে বলতে গিয়ে রোহিণীদেবী বললেন—ভৌমাসুর ও তার অনুচরদের নিহত করার পর ভগবান, অসুরের কারাগারে আমাদের প্রাপ্ত হলেন এবং হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন যে, আমরা ছিলাম ভৌমাসুরের পৃথিবী বিজয়ের সময় তার দ্বারা পরাজিত রাজাদের কন্যা। ভগবান আমাদের মুক্ত করে দিলেন এবং যেহেতু আমরা নিরন্তর জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্তির উৎসস্বরূপ তাঁর পাদপদ্মের ধ্যান করছিলাম, তাই আত্মকাম হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমাদের বিবাহ করতে সম্মত হলেন।

তাৎপর্য

রোহিণীদেবী ছিলেন দ্রৌপদী দ্বারা জিজ্ঞাসিত নয়জন রাণীর মধ্যে একজন, আর তাই এটা ধারণা করা হয়েছে যে, তিনি এখানে ১৬, ০৯৯ জন অন্যান্য রাণীর প্রতিনিধিরূপে কথা বলেছিলেন। লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ তা প্রতিপন্ন করেছেন।

শ্লোক ৪১-৪২

ন বয়ং সাধ্বি সাম্রাজ্যং স্বারাজ্যং ভৌজ্যমপ্যুত ।
বৈরাজ্যং পারমেষ্ঠ্যং চ আনন্ত্যং বা হরেঃ পদম্ ॥ ৪১ ॥
কাময়ামহ এতস্য শ্রীমৎপাদরজঃ শ্রিয়ঃ ।
কুচকুঙ্কুমগন্ধাঢ্যং মূর্ধ্না বোঢ়ুং গদাভৃতঃ ॥ ৪২ ॥

ন—না; **বয়ম্**—আমরা; **সাধ্বি**—হে সাধ্বি রমণী (দ্রৌপদী); **সাম্রাজ্যম্**—সার্বভৌম পদ; **স্বারাজ্যম্**—ইন্দ্র পদ; **ভৌজ্যম্**—তদুভয় ভোগ্য পদ; **অপি উত**—এমন কি; **বৈরাজ্যম্**—অনিমাদি সিদ্ধি; **পারমেষ্ঠ্যম্**—জগৎ স্রষ্টা ব্রহ্মার পদ; **চ**— এবং; **আনন্ত্যম্**—মুক্তি পদ; **বা**—বা; **হরেঃ**—ভগবানের; **পদম্**—আলয়; **কাময়ামহে**—আমরা কামনা করি; **এতস্য**—তাঁর; **শ্রীমৎ**—দিব্য; **পাদ**—পাদদ্বয়ের; **রজঃ**—ধূলি; **শ্রীয়ঃ**—লক্ষ্মীদেবীর; **কুচ**—স্তন থেকে; **কুঙ্কুম**—কুঙ্কুমের; **গন্ধ**—গন্ধ দ্বারা; **আঢ্যম্**—সমৃদ্ধ; **মূর্ধ্না**—আমাদের মস্তকে; **বোঢ়ম্**—বহন করার জন্য; **গদা-ভৃতঃ**—গদা ধারণকারী শ্রীকৃষ্ণের।

অনুবাদ

হে সাধ্বি রমণী, আমরা সার্বভৌম পদ, ইন্দ্র পদ, তদুভয় ভোগ্য পদ, অনিমাদি সিদ্ধি, শ্রীব্রহ্মার পদ, মুক্তিপদ বা ভগবৎ রাজ্যের প্রাপ্তিও চাই না। আমরা কেবলমাত্র লক্ষ্মীদেবীর বক্ষের কুঙ্কুম গন্ধ দ্বারা সমৃদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের পাদদ্বয়ের মহিমাময় ধূলি আমাদের মস্তকে বহন করতে ইচ্ছা করি।

তাৎপর্য

রাজ ক্রিয়াটির অর্থ হচ্ছে "শাসন করা" এবং এর থেকে উদ্ভূত *সাম্রাজ্যম্* শব্দটির অর্থ হল "সমগ্র পৃথিবীর শাসন ভার" এবং *স্বরাজ্যম্* শব্দটির অর্থ হল "স্বর্গের শাসন ভার"। *ভৌজ্যম্* শব্দটি *ভুজ* ক্রিয়া থেকে এসেছে, যার অর্থ হল "উপভোগ করা" এবং তাই এই শব্দটি কারো আকাঙ্ক্ষার উপভোগের ক্ষমতা বোঝায়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর দ্বারা *বিরাট* শব্দটি বর্ণিত হয়েছে *বিবিধং বিরাজতে* (কেউ বিবিধ ধরনের ঐশ্বর্য উপভোগ করে) বাক্যাংশটি উপস্থাপক রূপে এবং বিশেষভাবে অষ্ট যোগসিদ্ধির *অণিমা* ইত্যাদির প্রতি তা নির্দেশ করে।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী এই সমস্ত শব্দগুলির একটি বিকল্প ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, যিনি বলছেন যে *বহু ঋচ ব্রাহ্মণ* অনুযায়ী এই চারটি শব্দ হচ্ছে চারটি প্রধান দিকের প্রত্যেকটির উপর সার্বভৌম ক্ষমতার প্রদত্ত নাম—যেমন পূর্বের জন্য *সাম্রাজ্য*, দক্ষিণ দিকের জন্য *ভৌজ্য*, পশ্চিম দিকের জন্য *স্বারাজ্য* এবং উত্তর দিকের জন্য *বৈরাজ্য*।

শ্রীকৃষ্ণের রাণীরা পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, তাঁরা এই সকল ক্ষমতার কোনটিই, এমন কি ব্রহ্মার পদ, মোক্ষ, বা ভগবানের রাজ্যে প্রবেশের অধিকারও আকাঙ্ক্ষা করেন না। তাঁরা কেবলমাত্র লক্ষ্মীদেবীর আরাধ্য, শ্রীকৃষ্ণের পাদদ্বয়ের ধূলি কামনা করেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আমাদের বলছেন যে, এখানে উল্লেখিত লক্ষ্মীদেবী, নারায়ণ মহিষী লক্ষ্মী নন। আচার্য বর্ণনা করছেন যে, লক্ষ্মীদেবী উদ্ধব বর্ণিত *নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদ* (ভাগবত ১০/৪৭/৬০) কঠোর তপশ্চর্যা পালনের পরেও শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ সঙ্গ লাভ করতে পারেন নি। বরং, এখানে শ্রী বলতে *বৃহৎ গৌতমীয়* তন্ত্র দ্বারা শনাক্ত, পরম লক্ষ্মীদেবীর কথা বলা হয়েছে—

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা ।
সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সংমোহিনী পরা ॥

"চিন্ময়ী দেবী শ্রীমতী রাধারাণী হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ অংশ। তিনি সকল লক্ষ্মীদেবীদের প্রধান চরিত্র। তিনি সর্বাকর্ষক ভগবানকে আকর্ষণ করার সকল আকর্ষণীয়তার অধিকারী। তিনি ভগবানের মূল অন্তরঙ্গা শক্তি।"

শ্লোক ৪৩

ব্রজস্ত্রিয়ো যদ্বাঞ্ছন্তি পুলিন্দ্যস্তৃণবীরুধঃ ।
গাবশ্চারয়তো গোপাঃ পাদস্পর্শং মহাত্মনঃ ॥ ৪৩ ॥

ব্রজ—ব্রজের; **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রীগণ; **যৎ**—যেমন; **বাঞ্ছন্তি**—তারা কামনা করেন; **পুলিন্দ্যঃ**—ব্রজের আদিবাসী পুলিন্দ জাতির রমণীরা; **তৃণ**—তৃণ থেকে; **বীরুধঃ**—এবং লতা; **গাবঃ**—গাভীসমূহ; **চারয়তঃ**—চারণশীল; **গোপাঃ**—গোপবালকেরা; **পাদ**—পাদদ্বয়ের; **স্পর্শম্**—স্পর্শ; **মহা-আত্মনঃ**—পরমাত্মার।

অনুবাদ

ব্রজ রমণীরা, গোপবালকেরা, এমন কি আদিবাসী পুলিন্দ রমণীরা তাঁর গোচারণের সময় তৃণলতায় পরিত্যক্ত যে ধূলি সমূহের স্পর্শের বাঞ্ছা করেন, আমরা সেই একই স্পর্শ বাঞ্ছা করি।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আমাদের স্মরণ করাচ্ছেন যে, ব্রজের গোপীদের ও দ্বারকার রাণীদের মধ্যে ঈর্ষাপরায়ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা সর্বদা বর্তমান ছিল। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদের অধিকারের ক্ষেত্রে গোপীরা দ্বারকার সম্ভ্রান্ত রমণীদের অত্যন্ত চিন্তাজনক

ভীতি রূপে বিবেচনা করতেন। তাঁদের এই আশঙ্কা তাঁরা উদ্ধবের কাছে স্বীকার করেছিলেন—

কস্মাৎ কৃষ্ণ ইহায়াতি প্রাপ্তরাজ্যো হতাহিতঃ ।
নরেন্দ্রকন্যা উদ্বাহ্য প্রীতঃ সর্বসুহৃদ্বৃতঃ ॥

"রাজ্য জয়ের পর, তাঁর শত্রুদের হত্যা করার পর এবং রাজকন্যাদের বিবাহের পর কৃষ্ণ আর কেন এখানে ফিরে আসবেন?"

কৃষ্ণের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের জন্য রুক্মিণী এবং তাঁর সাত সতিন নিজেদের অত্যন্ত ভাগ্যবান বিবেচনা করতেন আর তিনি দ্বারকায় উপস্থিত হলে তাঁরা বিশেষভাবে তাঁর বৃন্দাবনের ভাব দর্শনে ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু ষোল সহস্র রাণীরা রাধার অত্যুৎকৃষ্ট গুণাবলীসমূহের বর্ণনা উদ্ধবের কাছে শ্রবণ করে বৃন্দাবনের তৃণলতায় পতিত কৃষ্ণের পদধূলি স্পর্শ করার জন্য আকর্ষিত হয়েছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ইঙ্গিত প্রদান করছেন যে, মৌষল লীলার পর ভগবান কৃষ্ণ যে স্বয়ং ষোল সহস্র গোপবালকের ছদ্মবেশে পথিমধ্যে অর্জুনের কাছ থেকে এই সকল ষোল সহস্র রমণীকে অপহরণ করে তাদের গোকুলে নিয়ে গিয়েছিলেন, কোন কোন ভাষ্যকার এই ষোল সহস্র মহিষীর কৃষ্ণের পদরজের প্রতি আকর্ষিত হওয়াকে তার কারণ রূপে বর্ণনা করেছেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'দ্রৌপদী কৃষ্ণমহিষীদের সঙ্গে মিলিত হলেন' নামক ত্র্যশীতিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।